নারী ও মেয়েদের মানবাধিকার

পর্যবেক্ষণ

সংখ্যা ২ । ২০২০

ইউরোপীয় ইউনিয়নের EIDHR কর্মসূচির অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন 'বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারীদের সহায়তা প্রদান' প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত একটি অর্ধবার্ষিক নিউজলেটার

রংপুরে মানবাধিকার সাংবাদিকতা ফেলোশিপ সম্পন্নকারীরা —নিউজ নেটওয়ার্ক

মানবাধিকার সাংবাদিকতা বিষয়ে ফেলোশিপ সম্পন্ন করলেন ৪০ নারী

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় ২০১৯ সালে নিউজ নেটওয়ার্ক মানবাধিকার বিষয়ে রংপুর ও যশোরে চার মাসের (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) পৃথক ফেলোশিপ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। মোট ৪০ জন নারী সাংবাদিককে এই ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। পরে ফেলোশিপ সম্পন্নকারীদের ২০১৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর রংপুরে এবং ২৪ ডিসেম্বর যশোরে আনুষ্ঠানিকভাবে সনদ প্রদান করা হয়।

রংপুরে জেলা প্রশাসক মো. আসিফ আহসান এবং যশোরে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) শাম্মি ইসলাম ফেলোশিপ সম্পন্নকারীদের হাতে সনদ তুলে দেন। দুটি অনুষ্ঠানেই প্রধান অতিথি ছিলেন নিউজ নেটওয়ার্ক সম্পাদক শহীদুজ্জামান। এছাড়া স্থানীয় সংবাদপত্রের সম্পাদক, প্রকাশক, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও মানবাধিকার কর্মীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দুটি অনুষ্ঠানের খবর স্থানীয় সংবাদপত্রে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়।

ফেলোশিপের মধ্যে ছিল এক মাস ইন-হাউস প্রশিক্ষণ ও স্থানীয় সংবাদপত্রে তিন মাস ইন্টার্নশিপ। যতদূর জানা যায়, বাংলাদেশে মানবাধিকার সাংবাদিকতা বিষয়ে তরুণ নারী সাংবাদিকদের জন্য এ ধরনের ফেলোশিপ এটাই প্রথম। এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নিতে সম্ভাবনাময় আগ্রহী নারীদের উৎসাহিত করা এবং নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষার বিষয়ে তাদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো। রংপুর ও যশোর উভয় জেলায় সরকারি কর্মকর্তারা নারী সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়নে ব্যতিক্রমী এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। ফেলোশিপ সম্পন্নকারীদের উৎসাহ দিয়ে বলেন, কাজের মাধ্যমে তারা দেশে নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখতে পারেন। লৈঙ্গিক সমতা, মানবাধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, তথ্য অধিকার, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ, শিক্ষা এবং বিচারপ্রাপ্তি বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনেও এই কর্মসূচি ভূমিকা রাখতে পারে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংবাদপত্রের সম্পাদক ও

এরপর পৃষ্ঠা ◆ ৫

সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে বিএইচআরডিএফের স্মারকলিপি ৪
ধর্ষণ প্রতিরোধে কমিশন গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের ৫
বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরামের বার্ষিক সম্মেলন ৭
মানবাধিকার সুরক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে ডিফেন্ডার্স ফোরাম ৯
দিনাজপুর যশোর ও রংপুরে প্রশিক্ষণ কর্মশালা ১০
রংপুরে দলিত সম্প্রদায়ের 'রবি' রঞ্জিতা ১১

এই প্রকাশনার বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ দায় নিউজ নেটওয়ার্কের এবং তা কোনোভাবেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন নয়

NEWS NETWORK working for social change and empowering people

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে পরিচালিত একটি প্রকল্প | প্রকল্প বাস্তবায়নে নিউজ নেটওয়ার্ক ও উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা

রংপুরে মানবাধিকার সাংবাদিকতা ফেলোশিপ সম্পন্নকারী নারী সাংবাদিকদের সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক মো. আসিফ আহসান –নিউজ নেটওয়ার্ক

সম্পাদকীয়

নারী নির্যাতন রোধ ও নারীর মানবাধিকার রক্ষায় দেশে অনেক আইন থাকলেও সেগুলোর সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে না। কিন্তু নারী-পুরুষ সমতা ও টেকসই উন্নয়নের প্রশ্নে সবার অধিকার সুনিশ্চিত হওয়া জরুরি

শুধু পথেঘাটে বা বাস-ট্রেনে নয়; স্কুল-কলেজ, কর্মস্থল এমনকি বাসায় নির্যাতনের শিকার হচ্ছে নারী ও শিশুরা। ধর্ষণের ঘটনা পৌঁছেছে উদ্বেগজনক অবস্থায়। অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধীরা থেকে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। পরিসংখ্যান বলছে, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বাংলাদেশে খুবই সাধারণ ঘটনা। তাই এখনও এ দেশে নারীরা ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপ অনুযায়ী, দেশে প্রতি চারজন বিবাহিত নারীর একজন স্বামীর হাতে মার খাওয়াকে যৌক্তিক মনে করেন। এই নারীদের বয়স ১৫ থেকে ৪৯ বছরের মধ্যে। স্বামীর অনুমতি না নিয়ে বাইরে যাওয়া; বাচ্চাদের প্রতি যত্নশীল না হওয়া; স্বামীর সঙ্গে তর্ক করা; শারীরিক সম্পর্ক করতে অস্বীকৃতি জানানো এবং খাবার পুড়িয়ে ফেলা– এই পাঁচটি কারণের অন্তত একটির জন্য ওই নারীরা মার খান (মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে ২০১৯)।
নারী নির্যাতন রোধ ও নারীর মানবাধিকার রক্ষায় দেশে অনেক আইন থাকলেও সেগুলোর সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে না। কিন্তু নারী-পুরুষ সমতা ও টেকসই উন্নয়নের প্রশ্নে সবার অধিকার সুনিশ্চিত হওয়া জরুরি। এ প্রেক্ষাপটেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় ‘বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারীদের সহায়তা প্রদান’ নামে তিন বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে নিউজ নেটওয়ার্ক ও উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)। ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে প্রকল্পটি রংপুর এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সাতক্ষীরা, যশোর, রাজশাহী, নীলফামারী, দিনাজপুর, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামে বাস্তবায়ন হচ্ছে।
বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারী এবং মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সহায়তা প্রদানই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও ব্রডকাস্ট মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিক (সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, সহ-সম্পাদক ও প্রতিবেদক); সাংবাদিকতা পেশা গ্রহণে আগ্রহী নারী ও সৃজনশীল নারী সাংবাদিক; সুশীল ও নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ; ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং নির্যাতন বা সহিংসতার শিকার মানবাধিকার কর্মীরা প্রকল্পের উপকারভোগী। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তারা নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষায় ব্যবস্থাগ্রহণে সক্ষম হয়ে উঠবেন– এমনটাই প্রত্যাশা।

শহীদুজ্জামান
সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
নিউজ নেটওয়ার্ক

নিউজ নেটওয়ার্কের উদ্যোগের সঙ্গে থাকতে চাই

শম্পা বিশ্বাস
ফেলো, নিউজ নেটওয়ার্ক

বরিশালের উজিরপুরের পিছিয়ে পড়া একটি গ্রাম কালবিলা। এ গ্রামেই আমার জন্ম। ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার কথা স্মৃতিতে অস্পষ্ট। শুধু মনে পড়ে, গ্রামের মানুষ যখন আশ্রয়কেন্দ্রে ঠাঁই নিয়েছে, তখন একটিমাত্র পরিবার গ্রামে মাটি আঁকড়ে পড়ে ছিল। সেটি আমারই পরিবার।

আমার বয়স তখন ৫ বছর বা একটু বেশি। ওই দুর্দিনে বাবাকে দেখেছি মনোযোগ দিয়ে রেডিও শুনতে। মূলত বন্যার খবর শুনতেন তিনি। খবরের প্রতি আমার আগ্রহের শুরু তখনই। নৌকায় ভেসে বাবার সঙ্গে খবর শুনতাম আর ভাবতাম, একদিন আমিও খবরের মানুষ হব।

স্বপ্ন পূরণে আসলে একটি সোপানের দরকার হয়। আমার কাছে সেই সোপান হলো নিউজ নেটওয়ার্ক। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার যা কিছু শিখেছি, তার ব্যবহারিক প্রয়োগের সুযোগ ঘটেছে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।

শুধু লেখাপড়া করে পূর্ণ মানুষ হওয়া যায় না। পাশাপাশি অনেক কিছু জানতে হয়, শিখতে হয়। নিউজ নেটওয়ার্ক সেই শিক্ষা দিয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে নারীদের স্বাবলম্বী ও আত্মবিশ্বাসী করে তুলছে। ব্যক্তিজীবনে আমার অর্জনের অন্যতম অংশীদার নিউজ নেটওয়ার্ক। প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এর সঙ্গে থাকতে চাই।

> শুধু লেখাপড়া করে পূর্ণ মানুষ হওয়া যায় না। পাশাপাশি অনেক কিছু জানতে হয়, শিখতে হয়। নিউজ নেটওয়ার্ক সেই শিক্ষা দিয়েছে

সাংবাদিকতায় আমার আত্মবিশ্বাসের পেছনে নিউজ নেটওয়ার্ক

শিরিন সুলতানা কেয়া
ফেলো, নিউজ নেটওয়ার্ক

ছোটবেলা থেকেই আমার মিডিয়ার প্রতি আগ্রহ। রাজশাহীর বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজে পড়ার সময় অনেকবার সাংবাদিকতা শুরু করতে চেয়েছি। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। কোথায় কীভাবে শুরু করব বুঝতে পারছিলাম না। শুধু ভাবতাম কীভাবে শুরু করা যায়! অবশেষে সেই সুযোগ করে দেয় নিউজ নেটওয়ার্ক। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায়ই নিউজ নেটওয়ার্কের চার মাসের ফেলোশিপে নির্বাচিত হয়ে গেলাম। শুরু হলো এক মাসের ইন-হাউস প্রশিক্ষণ। হাতে-কলমে সাংবাদিকতা অনুশীলন আর কাজের অনুপ্রেরণা। দারুণ সাহস পেলাম। ইন-হাউস প্রশিক্ষণ শেষে দৈনিক সোনালী সংবাদে শুরু হলো তিন মাসের ইন্টার্নশিপ। মাঠপর্যায়ে আমার সাংবাদিকতা শুরু এখানেই। নিষ্ঠার সঙ্গে পত্রিকাটিতে তিন মাস কাজ করলাম। ইন্টার্নশিপ শেষে সোনালী সংবাদে চাকরিও হয়ে গেল। স্টাফ রিপোর্টার। পরে সাহেববাজার২৪.কম নামে একটি নিউজ পোর্টালের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে গেলাম। সব মিলিয়ে সাংবাদিকতায় আমার এক বছর। এখন ভালো কিছু করতে চাই এ পেশাতেই।

বলার অপেক্ষা রাখে না, সাংবাদিকতায় আজ আমার যে আত্মবিশ্বাস তার পেছনে রয়েছে নিউজ নেটওয়ার্ক। প্রতিষ্ঠানটির কাছে তাই আমি ঋণী। সাংবাদিকতায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে নিউজ নেটওয়ার্কের যে উদ্যোগ তা সত্যি প্রশংসনীয়। আমার মতো আগ্রহীদের সাংবাদিকতায় আসার সুযোগ করে দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। নারী সাংবাদিক তৈরিতে নিউজ নেটওয়ার্কের এই কর্মসূচি বিস্তার লাভ করুক– এটাই প্রত্যাশা।

> সাংবাদিকতায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে নিউজ নেটওয়ার্কের উদ্যোগ সত্যি প্রশংসনীয়। আগ্রহীদের সাংবাদিকতায় আসার সুযোগ করে দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি

সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে বিএইচআরডিএফের স্মারকলিপি

আরিফুল ইসলাম রিগ্যান

অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলা ট্রিবিউনের কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম রিগ্যানকে নির্যাতন ও তাকে বেআইনিভাবে সাজা প্রদানের প্রতিবাদে ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরামের (বিএইচআরডিএফ) পক্ষ থেকে রংপুর বিভাগীয় কমিশনারকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

এতে বলা হয়, সম্প্রতি সাংবাদিক আরিফুল ইসলাম রিগ্যানকে গভীর রাতে ঘরের দরজা ভেঙে টেনে হিঁচড়ে চোখ বেঁধে এনে কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসন অফিসে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন চালানোর পর মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অবৈধ মাদকদ্রব্য রাখার সাজানো মামলায় দণ্ড প্রদান করে জেলে পাঠানো হয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থায় কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসনের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। একজন সমাজ সচেতন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে প্রশাসন যদি এ রকম ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটাতে পারে তাহলে সাধারণ নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা কে দেবে? বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরামের পক্ষ থেকে আমরা এই

সাংবাদিক আরিফুল ইসলাম রিগ্যানকে নির্যাতন ও সাজা প্রদানের প্রতিবাদে বিএইচআরডিএফের পক্ষ থেকে রংপুর বিভাগীয় কমিশনারকে স্মারকলিপি প্রদান —নিউজ নেটওয়ার্ক

মানবতাবিরোধী ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও দোষী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবি জানাচ্ছি।

স্মারকলিপি প্রদান করেন, বিএইচআরডিএফ সভাপতি মোশফেকা রাজ্জাক এবং রংপুর জেলা ককাস সভাপতি মো. আকবর হোসেন, সম্পাদক মাহবুবুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ আব্দুস ছালাম সরকার ও সদস্য মো. আবু তালেব।

সাংবাদিকদের ওপর হামলার নিন্দা জানাল রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স

ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ভোটের দিন দায়িত্ব পালনরত সাংবাদিকদের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়েছে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স (আরএসএফ)। গত ১ ফেব্রুয়ারি ওই ভোট অনুষ্ঠিত হয়।

আরএসএফের অভিযোগ, ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ভোটের দিন আওয়ামী লীগ কর্মী ও সমর্থকদের হামলায় ১০ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন; যারা ওই সময় পেশাগত দায়িত্ব পালন করছিলেন। সাংবাদিকদের ওপর ওই হামলার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের দল থেকে বহিষ্কার করে দ্রুত বিচারের আওতায় আনারও দাবি জানিয়েছে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের অধিকারের পক্ষে সক্রিয় আন্তর্জাতিক সংগঠন আরএসএফ।

ফ্রান্সের প্যারিসভিত্তিক আরএসএফের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকার দুই সিটির ভোটের দিন হামলায় আহত দুজন সাংবাদিককে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে 'আগামী নিউজ' ওয়েবসাইটের প্রতিবেদক মোস্তাফিজুর রহমান সুমন রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় একটি ভোটকেন্দ্রে ছবি তোলার সময় হামলার শিকার হন।

গত ৪ ফেব্রুয়ারি নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্সের ওই

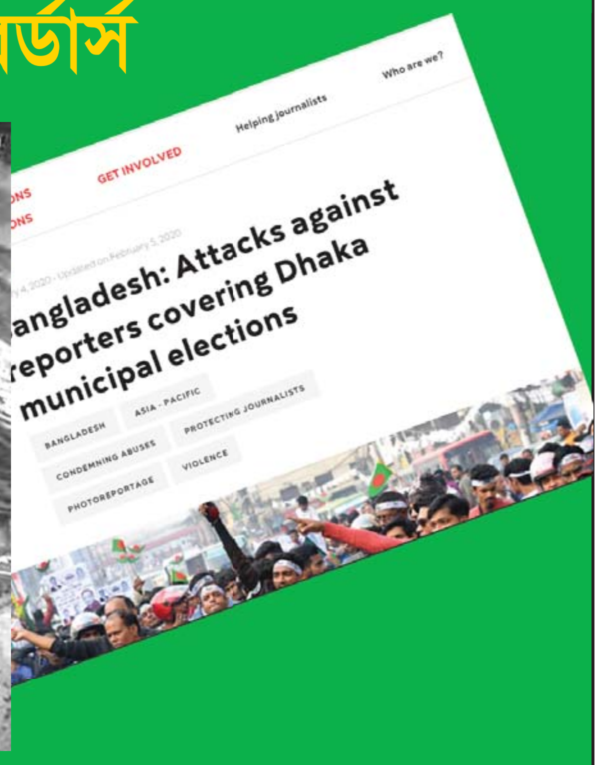

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকার দুই সিটির ভোটের দিন নিকুঞ্জ এলাকায় 'প্রেস বাংলা এজেন্সি'র প্রতিবেদক জিসাদ ইকবালের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এছাড়া ওইদিন 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' প্রতিবেদক মাহাবুব মমতাজি, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড প্রতিবেদক নুরুল আমিন ও দৈনিক যুগান্তর প্রতিনিধি ফাতাহ মামুন লাঞ্ছনার শিকার হন।

ওইদিন আরও যেসব সাংবাদিক হামলা ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন বলে আরএসএফের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় তারা হলেন, 'পরিবর্তন নিউজের' ফটোসাংবাদিক ওসমান গনি, দৈনিক কালের কণ্ঠের শেখ হাসান, ডেইলি স্টারের ফয়সাল আহমেদ, দৈনিক নয়া দিগন্তের শামসুল ইসলাম ও দৈনিক ইনকিলাবের ফারুক হোসেন।

ধর্ষণ প্রতিরোধে কমিশন গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের

সারাদেশে ধর্ষণ প্রতিরোধে আইন মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ৩০ দিনের মধ্যে একটি কমিশন গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। কমিটিতে রিট মামলার বিবাদীদের প্রতিনিধি, বিচারক, মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট নাগরিকরা থাকবেন। জনস্বার্থে দায়ের করা এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহসান ও বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ ১৯ জানুয়ারি ২০২০ রুলসহ অন্তর্বর্তীকালীন এ আদেশ দেন। এর সপ্তাহ খানেক আগে ধর্ষণ রোধে ভিকটিমকে বিশেষায়িত সেবা দেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে ব্যারিস্টার এম এস কাউসার হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন।

আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বাশার। অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের পাশাপাশি ১৬ বছরের নিচে কেউ ভিকটিম হলে সে ক্ষেত্রে ধর্ষকের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রণয়ন করায় সরকারর নিষ্ক্রিয়তা কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রতি রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। পাশাপাশি ধর্ষণের ঘটনায় কারও মৃত্যু ঘটলে সে ক্ষেত্রে আইনে মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি যাবজ্জীবন সাজার প্রচলিত বিধান বাতিল করতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তাও জানতে চাওয়া হয়। শুনানিতে ধর্ষণের শাস্তি ক্রসফায়ারে দেওয়া নিয়ে সংসদে যে আলোচনা হয়েছে, তা সঠিক হয়নি বলে মন্তব্য করেন হাইকোর্ট।

এছাড়া ভিকটিমদের জন্য সাক্ষী সুরক্ষা আইন কেন প্রণয়ন করা হবে না, ধর্ষকদের ডিএনএ সংরক্ষণের জন্য কেন ডিএনএ ডাটাবেজ করা হবে না, প্রতিটি জেলায় ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের মাধ্যমে ভিকটিমদের সুরক্ষায় কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, ভিকটিমদের ছবি গণমাধ্যমে প্রচারের ক্ষেত্রে কেন সতর্কতা অবলম্বন করা হবে না, সব ধরনের ধর্ষণ অপরাধের জন্য কেন পৃথক একটি আদালত গঠন করা হবে না এবং সে আদালতে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না- তাও জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে।

ধর্ষণ : জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৯

ধর্ষণের শিকার নারী	১৪১৩
ধর্ষণের পর হত্যা	৭৬
ধর্ষণচেষ্টা	২২৪
ধর্ষণ পরবর্তী আত্মহত্যা	১০

সূত্র : আইন ও সালিশ কেন্দ্র

যশোরে মানবাধিকার সাংবাদিকতা ফেলোশিপ সম্পন্নকারীরা –নিউজ নেটওয়ার্ক

মানবাধিকার সাংবাদিকতা বিষয়ে ফেলোশিপ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রকাশকরা বলেন, নারী সাংবাদিক তৈরির জন্য এটি ভালো একটি উদ্যোগ। সাংবাদিকতায় তাদের স্বাগত জানাতে আমরা প্রস্তুত। সাংবাদিক সংগঠনের নেতারাও ফেলোশিপ কর্মসূচির বিষয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তারা আশা প্রকাশ করে বলেন, এই ফেলোশিপ গণমাধ্যমে অবশ্যই স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সাংবাদিকতায় নারী-পুরুষ সমতা অর্জনেও এই কর্মসূচি সহায়তা করবে।

অনুষ্ঠানে ফেলোশিপ সম্পন্নকারীরা তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তারা বলেন, এই কর্মসূচি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণে তাদের উৎসাহ জুগিয়েছে। তাছাড়া এটি পেশাগত দক্ষতা অর্জনে তাদেরকে সহায়তা করেছে। তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে এবং জনঘনিষ্ঠ সাংবাদিকতা; বিশেষ করে নারীদের নিয়ে লেখালেখির বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছে।

অনুষ্ঠানে ফেলোশিপ সম্পন্নকারীরা কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন। যেমন–

- চার মাস না হয়ে ফেলোশিপের মেয়াদ সাত মাস হওয়া উচিত;
- ইন-হাউস প্রশিক্ষণ অনাবাসিক ও এক মাস না হয়ে আবাসিক এবং দুই মাস মেয়াদি হওয়া উচিত;
- বিষয় হিসেবে ফেলোশিপ কর্মসূচিতে স্টিল ফটোগ্রাফি ও ভিডিও ধারণ যুক্ত হওয়া দরকার;
- ইন্টার্নশিপের সময় সম্মানী ও যাতায়াত ভাতা হিসেবে যে অর্থ দেওয়া হয় তা বাড়ানো;
- বেশিসংখ্যক নারীকে সাংবাদিকতায় উৎসাহিত করতে দেশের অন্যান্য জেলায়ও এই ফেলোশিপ কর্মসূচি চালু করা;
- প্রতিটি সংবাদপত্র কার্যালয়ে লিঙ্গ-সমতাভিত্তিক কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং
- সংবাদপত্র কার্যালয়ে আরও নারী সাংবাদিক নিয়োগ দেওয়া।

অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকরা মাসব্যাপী ইন-হাউস প্রশিক্ষণে ফেলোশিপপ্রাপ্তদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তাছাড়া, পত্রিকা অফিসে তিন মাসের ইন্টার্নশিপের সময় জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক/মেন্টরের তত্ত্বাবধানে তারা কাজ করেন। তারা প্রতিদিন বিভিন্ন ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করে অনেক প্রতিবেদন তৈরি করেন, যা তাদের নামে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

উপসংহার

ফেলোশিপ কর্মসূচিটির বেশ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ ফেলোশিপ সম্পন্নকারীদের দেখে অন্য নারীরা সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণে উৎসাহিত হবেন। নিউজ নেটওয়ার্ক আশা করে, ফেলোশিপ সম্পন্নকারীদের অনেকেই মূল ধারার সংবাদমাধ্যমে সাংবাদিক হিসেবে যোগ দিতে সক্ষম হবেন; যা এই পেশায় নারী-পুরুষ ভারসাম্যহীনতা দূর করতে সহায়ক হবে। তাছাড়া তারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন পর্যায়ে নারী ও মেয়েদের অধিকার রক্ষা ও নিশ্চিত করতে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন।

শিশু তৃষাকে ধর্ষণের পর হত্যা

খুনিদের গ্রেফতার দাবিতে বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরামের মানববন্ধন

শিশু আরেফিন তৃষাকে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে যশোরে বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরামের মানববন্ধন –নিউজ নেটওয়ার্ক

যশোর শহরের কারবালা এলাকার ৬ বছরের ফুটফুটে শিশু আরেফিন তৃষা। গত বছরের ৩ মার্চ বিকেলে বাড়ির পাশে খেলা করতে গিয়ে সে নিখোঁজ হয়। পরদিন এলাকার একটি বাড়ির পেছনের মাটি খুঁড়ে তৃষার হাত-মুখ বাঁধা বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে তৃষার পরিবার ও এলাকাবাসী সন্দেহ করে তাকে ধর্ষণের পর হত্যা করে মরদেহ মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। যশোর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে লাশের ময়নাতদন্ত হয়। হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. আবুল কালাম আজাদ ফরেনসিক প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে জানান, নিহতের শরীরে ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে। তৃষা শহরের কারবালা এলাকার ইজিবাইক চালক তরিকুল ইসলামের মেয়ে। পড়তো কারবালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

এ ঘটনায় এলাকার মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। সড়ক অবরোধ, মানববন্ধন করে তারা দোষীদের শাস্তি দাবি করে। কারবালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও মানববন্ধনে অংশ নিয়ে তৃষার হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৭ অক্টোবর ২০১৯ যশোর প্রেসক্লাবের সামনে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি, জনউদ্যোগ এবং একতা সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই কর্মসূচির আয়োজন করে। মানববন্ধনে শহরের শত শত মানুষ অংশ নেন। তারা দ্রুত অপরাধী শনাক্ত করে বিচারের দাবি জানান।

বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরাম যশোর জেলা কমিটিও মানববন্ধনে অংশ নেয়। ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান মিলন ও যশোর জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ রায়ের নেতৃত্বে মানববন্ধনে জেলা ককাস সদস্যরা ছাড়াও ফেলোশিপ কর্মসূচির নারী সাংবাদিকরা অংশ নেন।

মানববন্ধনে বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান মিলন সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে যেকোনো আন্দোলন-সংগ্রামে ফোরাম সদস্যরা অংশ নেবেন এবং এ জাতীয় ন্যক্কারজনক ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন।

আরেফিন তৃষা

যশোরে বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরামের বার্ষিক সম্মেলনে অংশ নেন বিভিন্ন জেলা থেকে আসা প্রতিনিধিরা —নিউজ নেটওয়ার্ক

বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরামের বার্ষিক সম্মেলন

২০১৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর যশোরে সেন্ট্রাল ককাস/বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরামের দিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পভুক্ত জেলা রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, রাজশাহী, সাতক্ষীরা ও যশোরের প্রতিনিধি এবং নিউজ নেটওয়ার্ক ও ইউএসএস কর্মকর্তারা এতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সেন্ট্রাল ককাস সভাপতি মোশফেকা রাজ্জাক এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সেন্ট্রাল ককাসের সাধারণ সম্পাদক মো. হাবিবুর রহমান মিলন। বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি এতে আলোচনায় অংশ নেন। তাদের মধ্যে ছিলেন, অ্যাডভোকেট আঞ্জুমান আরা শাপলা (লালমনিরহাট), সারওয়ার মানিক (নীলফামারী), অ্যাডভোকেট এএএম মুনির চৌধুরী, মো. আকবর হোসেন (রংপুর), অ্যাডভোকেট নাজমুন নাহার ও কামরুজ্জামান (সাতক্ষীরা)। অনুষ্ঠানে বক্তারা মানবাধিকার রক্ষাকারীদের ওপর সহিংসতা প্রতিরোধ এবং নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনাইটেড নেশনস ডিক্লারেশন অন হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স সনদ (১৯৯৮ সালের ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত) অনুযায়ী আইন বাস্তবায়নের দাবি জানান।

এখানে উল্লেখ্য যে, ২০১৮ সালের ১৭ জুলাই বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরামের (বিএইচআরডিএফ) নয় সদস্যের নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। মোশফেকা রাজ্জাক বিএইচআরডিএফের সভাপতি ও মো. হাবিবুর রহমান মিলন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এছাড়া মো. শফিকুল হক ছুটু সহ-সভাপতি, মিলাদুর রহমান মামুন যুগ্ম সম্পাদক ও সৈয়দা ইয়াসমিন রুপা কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। নির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হন এম. কামরুজ্জামান, রেমন রহমান, অ্যাডভোকেট আঞ্জুমান আরা শাপলা ও মাহবুবুল ইসলাম। বিএইচআরডিএফের উপদেষ্টা নির্বাচিত হন মো. সারওয়ার মানিক, মো. আকবর হোসেন, ড. এসএম শফিকুল ইসলাম কানু, মো. আনিসুর রহমান ও একেএম সামিউল হক। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় চলমান 'সাপোর্টিং হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ওয়ার্কিং ফর ওমেনস অ্যান্ড গার্লস রাইটস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এই ককাস গঠিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে নিউজ নেটওয়ার্ক, সঙ্গে রয়েছে

সম্মেলনে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ

স্থান	তারিখ	উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী	পুরুষ	নারী	মোট অংশগ্রহণকারী
যশোর	২৩ ডিসেম্বর ২০১৯	রংপুর, নীলফামারী কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট রাজশাহী, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলার মানবাধিকার সুরক্ষাকারীরা	২০	৫	২৫
মোট			২০	৫	২৫

নীলফামারীর বেসরকারি সংস্থা উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)।

প্রকল্পের আওতায় নারী ও মেয়েদের মানবাধিকার সুরক্ষাকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বেশকিছু কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে ঝুঁকি পর্যালোচনা ও নিরাপত্তা পরিকল্পনা, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা, নারী ও মেয়েদের ইস্যু সামনে নিয়ে আসা এবং নারী ও মানবাধিকার রক্ষাকারীদের সুরক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা সেন্ট্রাল ককাস/বিএইচআরডিএফকে শক্তিশালীকরণ এবং মানবাধিকার রক্ষায় যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করছে, সেগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব তৈরিতে বেশকিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। পাশাপাশি তারা প্রকল্প শেষ হওয়ার পর ককাস যাতে নিজস্ব অর্থায়নে চলতে পারে, সেজন্য স্থানীয়ভাবে তহবিল গঠনের বিষয়ে আলোচনা করেন।

উপসংহার

আলোচ্য বিষয়ে কাজ করতে ককাস সদস্যরা অনেক সুসংগঠিত ও আত্মবিশ্বাসী। তবে বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের অধিকার রক্ষায় আরও অনেক দূর যেতে হবে। কারণ দেশের শহর ও গ্রাম উভয় এলাকায় নারীর ওপর সহিংসতা, যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ ও অপহরণের ঘটনা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি তাদের মানবাধিকার সুরক্ষাকারীদের অনেক বেশি চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা মানবাধিকার রক্ষাকারীদের ওপর সহিংসতা প্রতিরোধ এবং নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনাইটেড নেশনস ডিক্লারেশন অন হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স সনদ অনুযায়ী আইন বাস্তবায়নের দাবি জানান

আলাউদ্দিন আলী
নির্বাহী পরিচালক
ইউএসএস

মোশফেকা রাজ্জাক
সভাপতি
বিএইচআরডিএফ

মো. হাবিবুর রহমান মিলন
সাধারণ সম্পাদক
বিএইচআরডিএফ

২০১৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর যশোরে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরামের দিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলন। বিভিন্ন জেলা থেকে আসা প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেন
–নিউজ নেটওয়ার্ক

মানবাধিকার সুরক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে ডিফেন্ডার্স ফোরাম

মোশফেকা রাজ্জাক ◆
সভাপতি, বিএইচআরডিএফ

সংবিধানে দেশের সব নাগরিককে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, দেশের সব নাগরিক সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন না; বিশেষ করে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী, নারী ও মেয়েরা। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে নিউজ নেটওয়ার্ক নারী ও মেয়েদের সুরক্ষায় সমাজের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়ে ডিফেন্ডার্স ফোরাম গঠন করেছে। ধর্মীয় নেতা থেকে শুরু করে সাংবাদিক, আইনজীবী, ডাক্তার ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এই ফোরামে রয়েছেন। নারীরাও এর সদস্য।

ডিফেন্ডার্স ফোরামের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো, মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সুরক্ষায় এর পক্ষে প্রচারণা চালানো এবং নারীর মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ভূমিকার স্বীকৃতি প্রদান। পাশাপাশি সমাজে তাদের তুলে ধরা এবং বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ ও হুমকি থেকে সুরক্ষিত রাখা। নারী ও মেয়েরা যাতে তাদের অধিকারগুলো পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে পারে, সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ডিফেন্ডার্স ফোরাম। এই কর্মসূচির আওতায় নারী ও মেয়েদের মানবাধিকার সুরক্ষাকারী বিশেষকরে সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু যারা ভবিষ্যতে এই জায়গায় কাজ করতে আসবেন সেই মেয়েদের কথা মাথায় রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। কারণ মেয়েরা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে সন্তান গর্ভে আসার দেড় মাস পরই তার লিঙ্গ পরিচয় জানা যায়। কন্যা-ভ্রূণ অনেক সময়ই আলোর মুখ দেখে না। মাতৃগর্ভেই তাকে হত্যা করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে ওই মা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়েন, মানসিক সমস্যায় ভোগেন। অথচ ছেলে সন্তান হলে আমাদের মুসলিম সমাজ আজানের মাধ্যমে প্রতিবেশীদের জানিয়ে তাকে ঘরে তোলে। এভাবে জন্মলগ্ন থেকে একজন নারীকে নির্যাতন ও বৈষমের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। বঞ্চিত ওই নারীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে নিউজ নেটওয়ার্ক। যেমন– ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের সুরক্ষার বিষয়ে বক্তব্য দেওয়ানো হচ্ছে। জুমার নামাজের দিনে মসজিদে খুতবার সময় ধর্মীয় বিষয় তুলে ধরে বাল্যবিবাহ ও যৌতুক থেকে মেয়েদের রক্ষা করার কথা বলা হচ্ছে।

তাছাড়া নারী ও মেয়েদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, বিশেষ করে মানবাধিকার সংগঠনের সঙ্গে নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

আসলে নারী ও মেয়েদের মানবাধিকার সুরক্ষায় রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি জরুরি। মানুষের মধ্যে নৈতিকতা ও দেশ প্রেম প্রয়োজন। এ দুটি বিষয় নিশ্চিত হলে মানুষ নিজেই নিজেকে অশুভ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আমরা জানি, মানুষ স্বভাবগতভাবে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। সেই চেষ্টাকে আমাদের আরও দৃঢ়ভাবে সহযোগিতা করতে হবে।

দিনাজপুর যশোর ও রংপুরে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারীদের সহায়তা প্রদান– প্রকল্পের আওতায় দিনাজপুর, যশোর ও রংপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে ১২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা। প্রতিটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ছিল তিন দিনের (মোট ৩৬ দিন)। একই বিষয়ে অনুষ্ঠিত এসব প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ছিলেন আলাদা।

রংপুর ও যশোরে প্রশিক্ষণ কর্মশালা হয় চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে। আর দিনাজপুরে এটি অনুষ্ঠিত হয় ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি।

এসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল নারী ও মেয়েদের অধিকার এবং এ-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে প্রকল্প এলাকার নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারীদের সচেতন করে তোলা।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন, বিভিন্ন গণমাধ্যমের স্থানীয় প্রতিনিধি, পত্রিকার সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও ধর্মীয় নেতা।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের গ্রামাঞ্চলের যেসব নারী ও মেয়ের মানবাধিকার ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত তাদের কীভাবে সুরক্ষা দেওয়া যায়, এ-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন, আমাদের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, দেশীয় আইন ও বিধান ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়।

পাশাপাশি নারী ও মেয়েদের মানবাধিকার সুরক্ষাকারীরা সহিংসতা বা আক্রমণ থেকে নিজেদের কীভাবে রক্ষা করতে পারেন, সে বিষয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রশিক্ষকরা জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ বিষয়েও অংশগ্রহণকারীদের সচেতন করে তোলেন।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল নারী ও মেয়েদের অধিকার এবং এ-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে প্রকল্প এলাকার নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারীদের সচেতন করে তোলা

চলে গেছেন হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরাম যশোর জেলা সভাপতি হাসিব নেওয়াজ

বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরাম (ককাস) যশোর জেলা শাখার সভাপতি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা হাসিব নেওয়াজ (৫৫) আর নেই (ইন্নালিলাহি ... রাজিউন)। ২০১৯ সালের ১২ ডিসেম্বর উপশহরের বাসায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান।

তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন নিউজ নেটওয়ার্ক সম্পাদক শহীদুজ্জামান ও প্রধান সমন্বয়কারী রেজাউল করিম। এক শোকবার্তায় তারা হাসিব নেওয়াজের আত্মার শান্তি কামনা ও তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

পৃথক বিবৃতিতে শোক প্রকাশ করেন বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরাম (ককাস) কেন্দ্রীয় সভাপতি মোশফেকা রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান মিলন, যশোর জেলা শাখার সহ-সভাপতি জামাল উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ রায়।

দিনাজপুরে নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারীদের সহায়তা প্রদান বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নেন স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও ধর্মীয় নেতারা –নিউজ নেটওয়ার্ক

রংপুরে দলিত সম্প্রদায়ের ‘রবি’ রঞ্জিতা

পুরো দেশ যখন ডিজিটাল হচ্ছে, তখন নীরবে প্রতিনিয়ত অবহেলার স্বীকার হচ্ছে সমাজের একটি অংশ। তারা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত, শিক্ষা-সংস্কৃতি থেকেও দূরে। নানা বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার তারা। সমাজে পিছিয়ে পড়া সেই দলিত জনগোষ্ঠীর মেয়ে রঞ্জিতা দাশ পূজা (২৮)। এই সম্প্রদায়ের মেয়েদের যেখানে ১০-১২ বছর বয়সেই বিয়ে হয়ে যায়, ব্যক্তি জীবনে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকে না, রঞ্জিতা দাশ পূজা সেখানে ব্যতিক্রম। নানা বাধা উপেক্ষা করে পূজা আজ প্রতিষ্ঠিত। তাই দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত। স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে চাকরির পাশাপাশি দলিতদের উন্নয়নে কাজ করছেন পূজা।

রংপুর শহরের দক্ষিণ গুপ্তপাড়ায় পূজার বাড়ি। বাবা রঙ্গলাল দাশ উত্তরাধিকার সূত্রেই জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত অন্যের জুতা সেলাই ও পলিশ করেছেন। মা রেনুকা দাশ গৃহিণী। দুই বোনের মধ্যে পূজা বড়। পূজার শিক্ষা শুরু গুপ্তপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এরপর একে একে এসএসসি ও এইচএসসি পাস। রংপুরের বেগম রোকেয়া কলেজ থেকে দর্শনে স্নাতক ও মাস্টার্স অর্জনের পর কিছুদিন সেখানেই খণ্ডকালীন প্রভাষকের দায়িত্ব পালন করেন পূজা। এরপর পার্বতীপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রে (জিবিকে) আলো প্রকল্পে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে চাকরি নেন। পূজা এখন ডেমক্রেসিওয়াচের অপরাজিতা প্রকল্পে জেলা প্রকল্প কর্মকর্তা।

রঞ্জিতা দাশ পূজা

পূজার জীবনে অর্জনগুলো একে একে যুক্ত হলেও এতদূর আসার পথটা মোটেও সহজ ছিল না। দলিত সম্প্রদায়ের মেয়ে বলে তাকে অনেক লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে। কটূক্তিও শুনতে হয়েছে। পূজা জানান, অনার্স তৃতীয় বর্ষে পড়ার সময় তার বাবা মারা যান। পরিবারের বড় হিসেবে তখন সংসারের সমস্ত ভার তার ওপর এসে পড়ে। কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে টিউশনি করাতে শুরু করেন। টিউশনির টাকা দিয়ে নিজের ও ছোট বোনের পড়াশোনা এবং সংসার চালাতে থাকেন পূজা। অনেকেই তখন তাকে পড়াশোনা ছেড়ে বিয়ে করতে বলেন। কিন্তু হাল ছাড়েননি পূজা, সংগ্রাম চালিয়ে যান।

পূজা এখন দলিত সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়ে উঠান বৈঠক করেন। সেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন নিয়ে কথা বলেন। অধিকার সচেতন হয়ে মেয়েদের স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখিয়ে দেন তিনি। ছেলেদের বলেন মাদক থেকে দূরে থাকতে। আর বাল্যবিবাহের কুফল তুলে ধরেন সবার সামনে।

গুপ্তপাড়া দলিত পল্লীর অর্পিতা দাস (১৯) বলেন, ‘আমিও পূজা দিদির মতো হতে চাই। তার মতো চাকরি করতে চাই। দিদি আমাদের পড়াশোনায় উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। তার জন্যই পড়াশোনা করতে পারছি।’ দলিত পল্লীর আরেক তরুণী মলি রানী দাশের কাছে অবশ্য পূজা ‘আইডল’। তাকে দেখেই দলিত সম্প্রদায়ের অন্যরা অনুপ্রাণিত হচ্ছেন বলে জানান মলি। ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা শিখছে, অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে।

পূজার সাফল্যে ভীষণ খুশি তার মা রেণুকা। তিনি বলেন, ‘সবাই কইত ছেলে নাই মেয়ে পড়েয়া কি হইবে। মুই তামার কথা শুনি নাই। আইজ তামরা কয়, মুই মেয়ে নিয়া ভালো আচং।’

ছোট বোন প্রিয়া দাশ মনে করেন দলিত সম্প্রদায়ের মেয়ে হওয়ায় হয়তো এতদিন তাকে বিয়ে করে ঘরসংসার করতে হতো। শুধু দিদি পূজার কারণে এখনও পড়াশোনা করতে পারছেন।

পূজা বলেন, ‘আমি কখনোই আমার পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করি না। দলিত ঘরে জন্ম বলে আমার কোনো কষ্ট নেই। মুচি না থাকলে মানুষকে খালি পায়ে হাঁটতে হতো, সুইপার না থাকলে সমাজ অপরিষ্কার থাকত। আমি চাই জন্ম দিয়ে নয়, কর্ম দিয়ে মানুষের বিচার করা হোক। আমি মানুষ হিসেবে কেমন, কী করছি সেটাই বড় বিষয়।’

দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি সমাজের যে অবজ্ঞা, তা ভাঙতে চান পূজা। তিনি বলেন, ‘অন্য সবার মতোই দলিতরাও মানুষ। কিন্তু সমাজের উচ্চ বংশীয়রা দলিতদের আলাদা গ্রহের মানুষ মনে করে। তাদের সবকিছু থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।’ এ অবস্থার পরিবর্তন চান পূজা। এজন্য নিজেদের অবস্থার উন্নয়নে মনোযোগী তিনি। পূজা বলেন, ‘গুপ্তপাড়ায় আমাদের ১০টি পরিবারের মধ্যে ৩টিতে পরিবর্তন এনেছি। বাকি ৭টিতেও আনতে হবে।’ আর এই ‘সংগ্রামে’ পূজা ‘সহযোদ্ধা’ হিসেবে পেয়েছেন তারই স্বামী পালন নারায়ণ দাশকে।

■ **ময়না আক্তার**
ফেলো, নিউজ নেটওয়ার্ক

প্রকাশনা

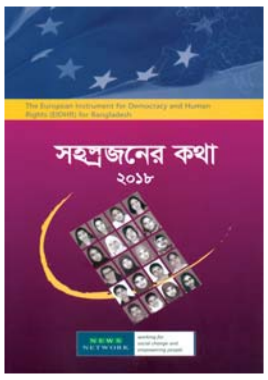

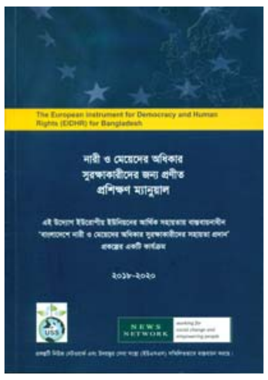

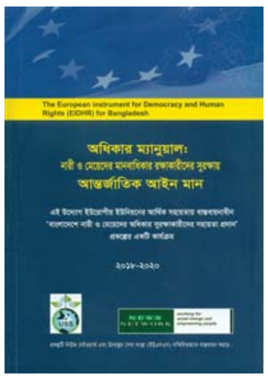

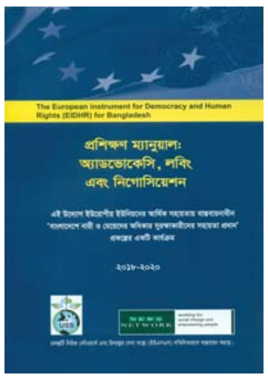

যশোরে মানবাধিকার সাংবাদিকতা ফেলোশিপ সম্পন্নকারীদের সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) শাম্মি ইসলাম, নিউজ নেটওয়ার্ক সম্পাদক শহীদুজ্জামান, 'গ্রামের কাগজ' সম্পাদক ও প্রকাশক মবিনুল ইসলাম মবিন এবং ইউএনবি'র খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধি শেখ দিদারুল আলম
–নিউজ নেটওয়ার্ক

NEWS NETWORK
working for social change and empowering people

নারী ও মেয়েদের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ

সম্পাদনা পরিষদ

মোশফেকা রাজ্জাক
হাবিবুর রহমান মিলন
রেজাউল করিম
সদরুল আলম দুলু

প্রকাশক: নিউজ নেটওয়ার্ক

সড়ক-২, বাড়ি-৮, ধানমন্ডি ১২০৫, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০২৫৫১৬৬২৩৯, ফ্যাক্স: +৮৮০২ ৫৫১৬৬২৩৮
ই-মেইল: info@newsnetwork-bd.org
www.newsnetwork-bd.org
facebook.com/newsnetworkbangladesh